চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় বজ্রপাতে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত কলেজ ছাত্র জাশিদুল ইসলাম (২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকালে গ্রামের শিতল চরা মাঠ থেকে তার ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাশিদুল ইসলাম আরামডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল ওহাব শেখের ছেলে ও দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, জাশিদুল মঙ্গলবার সন্ধায় বৃষ্টির সময় গ্রামের পর্শ্ববর্তী শিতল চারা মাঠের বিলে মাছ ধরতে যায়। এরপর সে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারা কোনো সন্ধান না পেয়ে ওই রাতেই দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে জানায়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন মাঠে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পায়নি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে শিতলচরা মাঠের বিলের ধারে জাশিদুলের ঝলসানো মরদেহ দেখে গ্রামে খবর দিলে তারা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মেজবাহুর রহমান জানান, পরিবারের লোকজন নিখোঁজের খবর দেওয়ার পর আমরা সারারাত মাঠে খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে তার ঝলসানো মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাতেই বজ্রপাতে তার মৃতু হয়েছে বলে তিনি জানান।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তভুক্ত দামুড়হুদা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক সম্রাট ওমর আলীকে আটক করেছে পুলিশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ দেশের যুব সমাজকে রক্ষা করতে মাদককে জিরো টলারেন্স ঘোষনা করেছেন।

সেই উদ্যোগকে সাফল্য করতে ও সেই লক্ষে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদকের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে, দামুডহুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে, এস,আই মোঃ তৌহিদুর রহমান শেখ, এ,এস,আই মোঃ মসলেম উদ্দিন, এ এস,আই মোঃ বিল্লাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিতে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর বাজার এলাকায় পাকা রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করেন বুধবার বেলা ১১ টার দিকে দোহ তল্লাশী করে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক সম্রাট ওমর আলীকে আটক করেন।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী হলেন দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার কুড়ুলগাছি পশ্চিম পাড়ার মো: আলম হোসেনের ছেলে ওমর আলী(৩০)।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী ওমর আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান।

একের পর এক মাদক বিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুল খালেকসহ থানার সকল পুলিশ সদস্যকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় আরও একজনের করোনা

উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আরও একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মাার যান।

নিহত গৌরচন্দ্র বিশ্বাস আলমডাঙ্গার রথতলার যতিশচন্দ্র বিশ্বসের চিরকুমার ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে তিনি জ্বর,সর্দ্দি-কাশিতে ভুগছিলেন। সোমবারে তার অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করা হয়। নমুনাও নেওয়া হয়। তবে করোনা রেজাল্ট পাওয়ার আগেই মঙ্গলবার বিকেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, আজ রাত ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গার মহাশ্মশানে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সরকারী নিয়মানুযায়ী তার শেষকৃত্ব অনুষ্ঠিত হবে।

নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং প্রাচীর নির্মাণের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার থানাধীন নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমি সম্প্রসারণ এবং প্রাচীর নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।
রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের জমির পরিমাণ সম্প্রসারণ পূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জনাব আবু রাসেল, (দামুড়হুদা সার্কেল) এবং অফিসার ইনচার্জ দামুড়হুদা

মডেল থানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা জেলায় যোগদান করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পুলিশ পার্ক, পুলিশ লাইন্সসহ বিভিন্ন থানা/ফাঁড়ি ক্যাম্প সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন ও অব্যাহত আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম এর প্রচেষ্টা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসী সচেতন মহল বলেন সত্যিই তিনি প্রশংসার দাবিদার।

কার্পাসডাঙ্গায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

রবিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সার্বিক নির্দেশনা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মেসার্স হারুন স্টোর থেকে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল দেশি-বিদেশি তেল ও অন্যান্য কসমেটিকস। এছাড়াও রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের উপর নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়ে লেখা পণ্য। দোকানদার নিজেও জানেন এগুলো নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ।

তারপরও তিনি ভোক্তাদের সাথে এভাবে প্রতারণা করে আসছিলেন। ভোক্তা অধিকার বিরোধী এই কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক আহসান হাবিবকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ও ৫১ ধারায়

৫০,০ ০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মালামাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এসময় মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য মেসার্স শীলন স্টোরকে ৩৮,৪৩ ধারায় ১,০০ ০/- টাকা ও কলোনিপাড়ার মেসার্স আর এস বেকারিকে বেকারি পণ্যে অগ্রিম মেয়াদ লেখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির অপরাধে ৩৭,৪৩ ধারায় ৬,০০ ০/- টাকাসহ ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৭,০০ ০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত সবাইকে এই করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় লেবু চাষে লাভবান রমজান আলী

বারোমাসি সিডলেস লেবুর চাষ করে ব্যপক লাভবান হচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার হাউলি গ্রামের সফল সবজী চাষি রমজান আলী। নিজ গ্রামের মাঠে দুই বিঘা জমিতে চাষ শুরু করে ভালো লাভবান হওয়ায় এবার আরো তিন বিঘা জমিতে লেবুর চারা রোপন করেছেন।

স্বল্প শ্রম ও উৎপাদন খরচে কয়েকগুণ লাভ হওয়ায় ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ প্রচুর রস ও সুঘ্রাণ যুক্ত এ লেবু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি মরসুম হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকেন।

লেবু চাষি দামুড়হুদার হাউলী গ্রামের মৃত নুর হক মন্ডলের ছেলে রমজান আলি জানান, ২০১৮ সালের আষাড় মাসে সিলেটে বেড়ায়ে যেয়ে সিডলেস পাতি লেবুর বাগান দেখে সে এই বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় সেখান থেকে ৭০ টাকা পিচ দরে ১৪ হাজার টাকায় ২’শ কলমের চার কিনে আনে। পরবর্তিতে নিজের এক বিঘা ও তিন বছরের চুক্তিতে ৩০ হাজার টাকায় এক বিঘা জমি লীজ নিয়ে ২ বিঘা জমিতে ২’শ চারা রোপন

করে।

এসময় ২ বিঘা জমি লীজ নেওয়া শ্রমিক দিয়ে চারা রোপন ও পরিচর্চা বাবদ খরচ হয় ৪৫ হাজার টাকা। চারা লাগানোর ৯ মাসের পর তার বাগানে ফুল আসা শুরু হয়। ঐ বছর সে দুই লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি করে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে গছে ফুল ফলে ভরে যায়।

চলতি বছরের রমজান মাসে তার দেড় লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি হয়েছে এছাড়াও প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার লেবু বিক্রি হয়। এই লেবু স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা জমি থেকে কিনে নিয়ে যায়।

এছাড়াও তিনি এই লেবু গাছে কলম করে চারা বিক্রি শুরু করেছেন। চলতি বছরে ২ বিঘা জমিতে ১৬ হাজার টাকা খরচ করে ৪ হাজার কলমের চার করে ৩০ টাকা পিচ দরে বিক্রি করছেন। এখান থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার চারা বিক্রি হবে।

বর্তমানে তার এই দুই বিঘা বাগানে পরিচর্চা সার, শ্রমিক মিলিয়ে এক বছরে খরচ হয় ২০ হাজার টাকা। বছরে লেবু ও চারা বিক্রি করে আসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত। চলতি বছর স্বল্প খরচে ভালো লাভবান হওয়ায় সে ১লক্ষ টাকায় ৩ বিঘা জমি লীজ নিয়ে বিভিন্ন জাতের চারা রোপন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে প্রায় দুই বিঘা জমিতে লাগানে শেষ হয়েছে। তার দেখা দেখি অনেকেই এই সকল চাষের দিকে ঝুকে পড়েছে।

এই লেবু ছাড়া ও তার ২২ বিঘা জমিতে পেপে, ৬ বিঘা জমিতে কুল, ৬ বিঘা পেয়ারার বাগান, ছাড়াও তরমুজ, গ্রীষ্মকালিন তরমুজ, ভারতীয় বারোমাসী সজিনার ডাটা সহ বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকে। সব মিলিয়ে সে একজন সফল চাষি।

উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা নিয়মিত লেবু চাষী রমজান আলীর বাগানের খোঁজ খবর নিয়ে থাকি ও সমস্ত ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছি। সে এই বাগান থেকে ভালো লাভবান হচ্ছে। আমাদের পরামর্শ নিয়ে এ বছর আরো তিন বিঘা জমিতে বাগান বাড়াচ্ছে।

এই অঞ্চলের মাটি বেশ উবর্র এবং এই মাটি সব ধরণের ফসল উৎপাদনে সক্ষম। বেকার যুবকেরা চাইলেই ফসলের চাষ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারেন। আমরা তাদের সকল ধরণের সহযোগিতা করবো।

[redacted]

[redacted]

বেরিয়ে আসেন। ডাক্তার আরেফিন ও নীনা রহিমকে ধরে আটকে ফেলতে যান। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের কলাপসেবল গেইটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার আগেই জোরাজুরি করে রহিম দ্রুত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান।

ডাক্তার নীনা বলেন, পৌনে দুইটার সময় অপারেশন থিয়েটারের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় একজন এসে বলেন, তার বাবার পায়ে কাটা ফুটেছে ওষুধ লিখে দিতে। আমি বলেছি, আপনার বাবাকে নিয়ে আসুন তার পায়ের অবস্থা দেখে চিকিৎসা দেব। কিন্ত তিনি রেগে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। চুলের মুঠি ধরে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ারও হুমকি দেয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, রহিম নামের একজন হাসপাতালে ঢুকে কর্তব্যরত ডাক্তারকে গালিগালাজসহ হেনস্থা করেছে। তার নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবশেষে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় তিনি পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী- কন্যাসহ আরো ৫ জনের করোনা শনাক্ত

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী-কন্যা সহ আরো পাঁচজনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টায় প্রত্যকের করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাড়ালো ৯২ জনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ জানান, করোনার উপসর্গ দেখা দেয়ায় গত বৃহস্পতিবারে ৫ জনের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। শনিবারে প্রত্যকের করোনা পিজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।

এর মধ্যে পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের একই পরিবারের চাল

ব্যবসায়ী, তার স্ত্রী ও কন্যার করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।

এছাড়া, গত বৃহস্পতিবারে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ফিরোজ মাহমুদের করোনা পজিটিভ এসেছে। তিনি মৃত্যুর আগে গোপালগঞ্জে একটি ঔষধ কোম্পানীতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

করোনা উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি কর্মস্থল ছেড়ে আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এবং গত বৃস্পতিবারে করোনা উপসর্গ নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই তার নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর র্যাবে পাঠানো হয়।

আর একজন পৌরসভার কলেজপাড়ার বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিসে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার পৌর শহরের লালব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শনিবারে এরকম ২৮ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন থানার এএসআই কামরুল ইসলাম।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্র পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও দুস্থদের মাঝে সাহায্য প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” সংস্থার উদ্বোধন করা হয়। সেই সাথে গরীব ও দুস্থ মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ‘পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন’র সভাপতি মোঃ রাজিব হাসান, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, ক্যাশিয়ার রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে দুইটি গরীব দুস্থ পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। যাতে তারা কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী হতে পারে।

সভাপতি রাজীব হাসান জানান, আমাদের এই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য গরীব দুঃখী মানুষের সাহায্য করা। আমরা গরীব, দুঃখী মানুষের পাশে সব সময় থাকবো।

সংস্থাটি এগিয়ে নেয়ার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন ফাউন্ডার রাসেল হাসান,বিপুল হোসেন,ফরাদ হোসেন প্রমুখ।